সরকারি আধুনিক ফ্লাওয়ার মিল পরিচালন নীতিমালা-২০১৫

সরকারি আধুনিক ফ্লাওয়ার মিলে আটা/ময়দা/সুজি উৎপাদন এবং উৎপাদিত আটা/ময়দা/সুজি/ভুষি বিক্রি/নিষ্পত্তি ও খালিবস্তা প্রাপ্তি/পুনঃব্যবহার প্রভৃতি বিষয়গুলো নিম্নরূপ নীতিমালা অনুসরণপূর্বক সম্পন্ন করতে হবে ঃ

১.০. গম প্রাপ্তি ঃ

১.১। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রধান মিলার, সরকারি আধুনিক ফ্লাওয়ার মিল খাদ্য অধিদপ্তরের সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগের কাছে গমের চাহিদাপত্র পেশ করবেন।

১.২। সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ প্রধান মিলারের চাহিদাক্রমে মিলের অনুকূলে গম বরাদ্দের ব্যবস্থা নিবেন। সে মতে চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ গম প্রেরণের ব্যবস্থা নিবেন।

১.৩। প্রথমে ন্যূনতম এক মাসের গমের মজুদ গড়ে তুলে উৎপাদন শুরু করতে হবে। উৎপাদন চলমান অবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিমাণ গমের মজুদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১.৪। গম প্রাপ্তি এবং আটা/ময়দা উৎপাদনের ঘাটতি পরিলক্ষিত হলে খাদ্য অধিদপ্তরের বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

১.৫। উৎপাদন পর্যায়ে অপরাপর উপজাতের উদ্ভব হলে তা বিধি মোতাবেক নিষ্পত্তি করতে হবে।

১.৬। ওএমএস কার্যক্রমে সরকারের নির্ধারিত বরাদ্দের পরিমাণ সরবরাহে সরকারি আধুনিক ফ্লাওয়ার মিল অসমর্থ হলে, সেক্ষেত্রে বেসরকারি ফ্লাওয়ার মিলের কাছ হতে চলমান নীতি অনুসারে গম পেষাই করে আটা/ময়দা ডিলারের নিকট সরবরাহ করা যাবে।

১.৭। প্রাপ্ত গমের খালিবস্তাসমূহ সংগ্রহ বিভাগের অনুমোদন সাপেক্ষে নির্ধারিত গুদামে প্রেরণের ব্যবস্থা নিতে হবে। পরবর্তী সংগ্রহ কার্যক্রমে এই বস্তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবহার করতে হবে। তবে কোন কারণে ছেঁড়া/অব্যবহারযোগ্য বস্তা পাওয়া গেলে তদন্ত করে তার দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক খাদ্য বিভাগের অনুসৃত নীতিমালা অনুযায়ী প্রধান মিলার তা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নিবেন।

২.০. উৎপাদন ঃ

২.১। সরকারি আধুনিক ফ্লাওয়ার মিলে সাধারণভাবে সুজি উৎপাদন করা যাবেনা, তবে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হলে সুজি উৎপাদন করা যাবে।

২.২। ফ্লাওয়ার মিল ১০(দশ) দিনের চাহিদাপত্রের আওতায় আটা উৎপাদন করবে। তবে উৎপাদিত আটা যাতে ১০(দশ) দিনের অধিক মিলে গুদামজাত না থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে।

২.৩। ফ্লাওয়ার মিলে গম পেষাই অনুপাত অনুযায়ী ৭৫% আটা উৎপাদিত হবে এবং অবশিষ্ট পরিমাণ ভুষি ও অন্যান্য উপজাত হিসাবে উৎপাদিত হবে।

২.৪। সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটি প্রতি বছর জানুয়ারি ও জুলাই মাস মৌসুমভিত্তিক ভুষির দাম নির্ধারণ করবে। কমিটির গঠন ও পরিধি নিম্নরূপঃ-

কমিটিঃ

ক)	পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন, খাদ্য অধিদপ্তর	-	সভাপতি
খ)	প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা	-	সদস্য
গ)	সহযোগী গবেষণা পরিচালক, বাজার, এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয়	-	সদস্য

কমিটির কার্যপরিধি ঃ-

ক) কমিটি প্রতিবছর জানুয়ারি ও জুলাই মাসে মৌসুমভিত্তিক ভুষির দাম নির্ধারণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

খ) সদস্যগণ ভুষির বাজার দর যাচাইপূর্বক ভুষির দাম নির্ধারণ করবেন।

গ) কমিটি প্রস্তাবিত ভুষির দাম মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদনের পর কার্যকর হবে।

ঘ) কমিটি প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কোন কর্মকর্তাকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

ঙ) বিবিধ।

২.৫। প্রধান মিলার, সরকারি আধুনিক ফ্লাওয়ার মিল পিপিআর-২০০৮ এর আওতায় ভুষি ব্যবসায়ী তালিকাভুক্ত করবেন। তালিকাভুক্ত ভুষি ব্যবসায়ীগণ উক্ত মিলে উৎপাদিত ভুষি বরাদ্দানুযায়ী মিল হতে উত্তোলনে বাধ্য থাকবেন।

২.৬। কোন কারণে তালিকাভুক্ত ব্যবসায়ীগণ ভুষি সরবরাহ না নিলে খাদ্য অধিদপ্তরের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রধান মিলার উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ভুষি বিক্রি করবেন।

৩.০. মান সংরক্ষণ ঃ

৩.১। সরকারি আধুনিক ফ্লাওয়ার মিলে মজুদ গম ও উৎপাদিত আটা/ময়দাএর গুণগতমান পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক পাক্ষিকভিত্তিতে মনিটরিং নিশ্চিত করতে হবে।

৩.২। মিলের আটা/ময়দা বিপণনের ক্ষেত্রে বি.এস.টি.আই এর সনদ গ্রহণ করতে হবে।

৩.৩। মিলে উৎপাদিত আটা/ময়দা বিপণনে খাদ্য অধিদপ্তরের নিজস্ব লোগো ব্যবহার করতে হবে।

৩.৪। বস্তা/প্যাকেটের গায়ে উৎপাদনের তারিখসহ পরিমাণ, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য (বিক্রয়মূল্য) মুদ্রিত থাকবে।

৩.৫। উৎপাদিত আটার মান যাচাইয়ের জন্য একটি কারিগরি কমিটি থাকবে। কমিটি আটা উৎপাদনের প্রক্রিয়া ও এর মান সম্পর্কে খাদ্য অধিদপ্তরের সরবরাহ, বণ্টন ও বিপণন বিভাগে প্রতিবেদন দাখিল করবে এবং এর কপি প্রধান মিলারের নিকটও প্রদান করবে। কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি নিম্নরূপ ঃ-

কমিটিঃ

ক)	রসায়নবিদ, খাদ্য অধিদপ্তর	-	আহ্বায়ক
খ)	সহকারী উপ-পরিচালক (বন্টন ও বিপণন), খাদ্য অধিদপ্তর	-	সদস্য
গ)	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (কারিগরি), ঢাকা জেলা, খাদ্য অধিদপ্তর	-	সদস্য

কমিটির কার্যপরিধি ঃ-

ক) কমিটি উৎপাদিত আটার মান যাচাই করে খাদ্য অধিদপ্তরে প্রতিবেদন দিবেন।

খ) উৎপাদিত আটার/পণ্যের মান নিয়ে সংশয় দেখা দিলে জরুরিভাবে মান যাচাই করে প্রতিবেদন প্রদান করবে।

গ) কমিটি প্রয়োজনে মিলে স্থাপিত ল্যাবে বা কেন্দ্রীয় ল্যাব, খাদ্য অধিদপ্তরে পরীক্ষা করে প্রতিবেদন দিবে।

ঘ) কমিটি প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কোন কর্মকর্তাকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

ঙ) বিবিধ।

৪.০. **বিপণন ঃ**

৪.১। প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ সরকারি আধুনিক ফ্লাওয়ার মিলের আটা/ময়দা (প্যাকেটজাত/ বস্তাজাত) ডিলারের মাধ্যমে বিক্রয়ের ব্যবস্থা নিবে।

৪.২। ওএমএস নীতিমালা অনুযায়ী বিক্রয়স্থল নির্ধারিত হবে।

৪.৩। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে চলমান ওএমএস কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকারি আধুনিক ফ্লাওয়ার মিলে উৎপাদিত প্যাকেটজাত/বস্তার আটা ঢাকা মহানগরসহ ঢাকা জেলায় ও প্রয়োজনে পার্শ্ববর্তী শ্রমঘন জেলাসমূহে বিক্রি করা যাবে।

৪.৪। আটা/ময়দা বিক্রির কার্যক্রম চাহিদার ভিত্তিতে "সুলভ মূল্য কার্যক্রমে" বিক্রয় করা যাবে।

৪.৫। চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদিত আটা, ময়দা, সুজি প্যাকেটজাত করার ব্যবস্থা নিতে হবে। প্যাকেজিং ইউনিট সংযোজন না হওয়া পর্যন্ত বস্তার মাধ্যমে আটা/ময়দা বাজারজাত করা যাবে।

৪.৬। বিপণনে পাটজাত প্যাকেট/বস্তা এর ব্যবহারে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৪.৭। ওএমএস কার্যক্রমের ডিলারগণ আটা/ময়দা বিক্রি ওএমএস নীতিমালা অনুযায়ী কেজিপ্রতি পরিচালন ব্যয় (লভ্যাংশ) পাবেন; যা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ও সময় সময় পুনঃনির্ধারণযোগ্য হবে।

৪.৮। সরকার দৈনিক বিক্রয়ের জন্য আটা/ ময়দার পরিমাণ নির্ধারণ করে দিবে এবং সংশ্লিষ্ট ডিলারগণ সে অনুযায়ী বরাদ্দ প্রাপ্ত হবেন।

৪.৯। ওএমএস কার্যক্রমের আওতায় ভোক্তার অনুকূলে "আগে আসলে আগে পাবেন" ভিত্তিতে আটা/ময়দা বিক্রি করতে হবে।

৪.১০। কোন কারণে অবিক্রিত উৎপাদিত পণ্য থাকলে সরকারের অনুমোদনক্রমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নিবেন।

৪.১১। প্রধান মিলার/পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ ঢাকা মহানগরের ক্ষেত্রে বর্তমানে চালু সিএসডিতে প্যাকেটজাত/বস্তাবন্দি আটা পৌছানোর ব্যবস্থা নিবেন এবং পার্শ্ববর্তী শ্রমঘন জেলাসমূহের ক্ষেত্রেও একইভাবে সদর খাদ্য গুদামে তা পৌছানোর ব্যবস্থা নিবেন।

৪.১২। সরকার বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস/বৃদ্ধি করতে পারবে।

৫.০. বিবিধ ঃ

৫.১। সরকারি আধুনিক ফ্লাওয়ার মিল কর্তৃক উৎপাদিত আটা, ময়দা, সুজি, ভুষির বিক্রয় মূল্য চালানের মাধ্যমে সরকারের নির্দিষ্ট খাতে জমা হওয়ার পর ডি.ও. মূলে মিল/সিএসডি/এলএসডি হতে ডিলারের কাছে সরবরাহ করতে হবে।

৫.২। ডি.ও. ইস্যুকারী কর্মকর্তা নিয়মিতভাবে সংশ্লিষ্ট জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় এবং ব্যাংকের সাথে সংশ্লিষ্ট চালান প্রতিপাদন নিশ্চিত রাখবেন।

৫.৩। প্রধান মিলার, আটা, ময়দা, ভুষি, সুজির অধিযাচন এবং সরবরাহের হিসাব বিবরণী রেজিস্ট্রারভুক্ত রাখবেন।

৫.৪। প্রধান মিলার, নিয়মিত সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রারসমূহ যাচাই করবেন এবং সাপ্তাহিক ভিত্তিতে খাদ্য অধিদপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।

৫.৫। জনস্বার্থে জারিকৃত এ নীতিমালা পরিবর্তন/সংযোজন/পরিবর্ধন করার এখতিয়ার সরকার সংরক্ষণ করে।

মুশফেকা ইকফাৎ
সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়।